3

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ AUG. 03 1999
পৃষ্ঠা 4 কলাম ৬

ডিলারের মাধ্যমে শিক্ষার জন্য খাদ্য বিতরণ প্রসঙ্গে

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিগণ শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর গম/চাউল সরকারী গুদাম হইতে বিদ্যালয় অথবা নিকটবর্তী কোন স্থানে লইয়া বিতরণ করিতেন। ইহাতে অভিভাবকদের কর্মদিবসের কোন ক্ষতি হইত না। কারণ শিশুর মায়েরাই তাহাদের বরাদ্দ গ্রহণ করিত। এখন ডিলার নিযুক্ত হইয়াছে। তাহারা সরকারী গুদাম হইতে ইউনিয়নের সকল বিদ্যালয়ের খাদ্য নিজ গুদামে উঠাইয়া একদিনে ৩/৪টি বিদ্যালয়ের খাদ্য বিতরণ করিতেছে। ফলে কাহারও গম পাইতে সারাদিন কাটিয়া যাইতেছে। নষ্ট হইতেছে একটি কর্মদিবস। তাহাছাড়া ভিড়জনিত বিশৃঙ্খলার সুযোগে ওজনে কারচুপি (এমনিতে এক কেজি কম দেওয়া হয়), ভুল সনাক্ত করিয়া একজনের বরাদ্দ অন্যজনকে দেওয়া, অনুপস্থিত প্রাপকের বরাদ্দ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি অঘটন ঘটিতেছে। যাহাদের সেখানে তদারক করার কথা তাহারা তথায় অবস্থান করার পরিবেশ পাইতেছেন না– উপেক্ষিত হইতেছেন। অবশ্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালার (গ) শর্তে উল্লেখ রহিয়াছে, সরকারী গুদাম হইতে খাদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত পৌঁছাইতে হইবে। কিন্তু ডিলাররা তাহা পালন করিতেছে না। আমার প্রস্তাব, ডিলাররা যাহাতে উক্ত নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য হয়, সেজন্য তাহাদের পরিবহন বিলে প্রধান শিক্ষক বা সভাপতির সুপারিশ গ্রহণের জন্য একটি সংশোধনী শর্ত আরোপ করা হউক। এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মহাঃ শাফায়েত-উল ইসলাম,
সভাপতি,
বাদেমাজু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা-৭২১০।